সংবাদ

তারিখ 08 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে ছাত্রদের বসবাসের জন্য খুলে দেয়া হলো বঙ্গবন্ধু হল

আতঙ্ক ছড়াতে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণ
ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

প্রতিনিধি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে খুলে দেয়া হলো রংপুরের বেগম রোকেয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল। দীর্ঘ
সাত বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে খুলল ছাত্রদের প্রথম আবাসিক হল।
গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. একে এম
নুর-উন-নবী ফিতা কেটে হলের উদ্বোধন করেন। জানা গেছে, বেগম রোকেয়া
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮ম বছরে এবং হলের ফলক উন্মোচনের ৫ বছরের
মাথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল চালুকরণই হল ছাত্রদের জন্য প্রথম
আবাসিক হল। মেয়েদের জন্য একটি হল চালু থাকলেও এতদিন ছাত্রদের
জন্য কোন হল ছিলনা। ২০১১ সালের ১৭ মার্চ বেগম রোকেয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আব্দুল জলিল মিয়ার সময়ে বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান হলের ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা,
সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক তৎকালীন উপদেষ্টা প্রফেসর ড.
আলাউদ্দীন আহমেদ। যার টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল ৬ই এপ্রিল ২০১০
সালে। ১৮ মাসের মধ্যে হলটি বসবাসের উপযোগী করার কথা ছিল। এমনকি
বসবাসের উপযোগীও অনেক দিন আগেই হয়েছিল। কিন্তু হল আর চালু
হয়না। অথচ ছাত্রশূন্য হলের দায়িত্বরত এক প্রভোস্ট গেলে স্থলাভিষিক্ত হন
আরেক প্রভোস্ট। তিন তিনটি প্রভোস্ট বডি ইতিমধ্যে স্থলাভিষিক্ত
হয়েছেন।তবে বর্তমান প্রভোস্ট বডি দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধু হল
চালুর ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অবশেষে
সেই চ্যালেঞ্জে সফল হলেন বর্তমান প্রভোস্ট বডি।

এদিকে হল চালুর আগের রাতে হল চালু করতে না পারে এর জন্য ক্যাম্পাসে
আতঙ্ক ছড়াতে হলে সিট পায়নি ছাত্রলীগের এমন একটি পক্ষ ক্যাম্পাসে ও
বাইরে পার্কমোড়ে ১ ঘণ্টায় মাথায় ৬টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছ বলে জানা
গেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হলের সামনে ৫টি ও
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্কমোড়ে ১টি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এ সময়
ক্যাম্পাসে ও পার্কমোড়ে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর
শাহীনুর রহমান (চলতি দায়িত্ব) ককটেল বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে
বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যাতে হল চালু করতে না পারে এর জন্য এমন
একটি পক্ষ এ ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে
ক্যাম্পাসে সকাল থেকেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হল চালু
করার পর হলের প্রভোস্ট কমলেশ চন্দ্র বলেন, অবশেষে হলটি খুলে দিতে পেরে
অনেক ভালো লাগছে। শিক্ষার্থীরাও অনেক উল্লাসিত হয়েছে। তিনি আরো
জানান, ছয়তলা ভবন বিশিষ্ট হলটিতে ৬৮টি কক্ষে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর
থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। হল খুলে দেয়ার সাথে সাথেই শিক্ষার্থীরা উল্লাসিত হয়ে
হলে প্রবেশ করে। এ সময় শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।